রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ৪, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
নং ৫২.০১৮.০১৬.০০.০০.০১৭.২০১৩(অংশ-১) তারিখ:------------------
১১ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রজ্ঞাপন

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬
Statistics & Informatics Policy, 2016

১। প্রস্তাবনা (Preamble)

তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বর্তমান বিশ্বে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসাবে পরিগণিত। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া আবশ্যক। এরই মধ্যে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রমকে গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং তথ্য সংরক্ষণে সহায়তার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের তথ্যের গুরুত্ব তথ্য প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও তা সর্বস্তরে যথাযথভাবে সম্প্রচারের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম। পরিসংখ্যান আইন প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে পরিসংখ্যান লব্ধ উপাত্তকে তথ্যে পরিণত করে সম্প্রচারের কাজটি এখনও পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার ও ভূমিকা যাতে প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয় সেজন্য একটি কার্যকর পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রয়োজন।

মূল্য : টাকা ১২.০০

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কেবল জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নেই, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপকরণ (Tools) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে সরকারি নীতি, পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২ সালে মার্চ মাসে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত ও গণমুখি করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অীধকতর কার্যাবলির দায়িত্ব দিয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তৃত পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ'। "রূপকল্প, ২০১১" এবং তৎপরবর্তীতে এতদসংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics–NSDS) গত ২৮-১০-২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য-উপাত্ত যেন জনগণের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং সহজলভ্য করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬; প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত এসডিজি সম্মেলনে ১৭টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (SDGs) অনুমোদন করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করাসহ ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর লক্ষ্যমাত্রা (Targets) পরিমাপে সূচকসমূহের গতি প্রকৃতি মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের পাশাপাশি তথ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। SDGs এর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত চাহিদা পূরণে শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। প্রশাসনিক রেকর্ডকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে ও সরকারি পরিসংখ্যানের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালনে তথ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে তথ্য ব্যবস্থাপনার ভূমিক অপরিসীম। Big data, data revolution, data mining এবং Integrated data management platform ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা 'রূপকল্প ২০১১' বাস্তবায়নের সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

২। **নীতিমালা প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপ (Steps for Formulation of Policy)**

জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভিশন ও মিশন বিবৃতি নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর এর আলোকে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য, মৌলিক কৌশলসমূহ, প্রত্যাশিত অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ব্যাপক ঘরোয়া আলোচনা ও পর্যালোচনা (In-house exercise) করে নীতিমালার একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত খসড়াটির উপর জনসাধারণের অবগতি ও তাদের মতামত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। অতঃপর এ বিষয়ে

অংশীজন (Stakeholder) সভা, কর্মশালা (Workshop) ও সম্মিলিত আলোচনা (Gorup Discussion) ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে প্রণীত খসড়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নির্ধারিত কমিটির সমন্বয়ে একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে আরো যৌক্তিক পর্যায়ে আনা হয়। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নকালে আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫; গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৩; জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৩; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি (norms) ও মূল্যবোধসমূহ (values) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩। (ক) পরিসংখ্যান এর সংজ্ঞা (Definition of Statistics) :

পরিসংখ্যান অর্থ পরিসংখ্যান বিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে শুমারি বা সেন্সাস ও জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত ও প্রকাশিত তথ্য।

(খ) তথ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Informatics) :

মেধা ও মননশীলতার ক্রমবিকাশে Informatics অতি সাম্প্রতিককালের ধারণাগুলোর (concept) মধ্যেও সাম্প্রতিক। এই ধারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উপাত্ত (Data)। আর উপাত্ত হলো তথ্যের মূল উপাদান। প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত অসংবদ্ধ তথ্যকে বলে উপাত্ত। বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত হয় উপাত্ত। উপাত্ত নির্দিষ্ট কোনো চলকের (Variable) বা একসেট চলকের গুণগত এবং পরিমাণগত প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। বেশিরভাগ সময় কোন পরিমাপ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এসব উপাত্ত সংগৃহীত হয়। উপাত্তকে কানেকটিভিটি গ্রাফ, লেখচিত্র বা চলকসমূহের (Variables) মান তালিকারূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। উপাত্তকে অনেক সময় সবচেয়ে নিচের স্তরের বিমূর্ত ধারণা হিসেবে দেখা হয়, সেখান থেকে তথ্য বা জ্ঞান আহরণ করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, তথ্য (Information) হলো সুবিন্যস্ত মানে সাজানো উপাত্তের একটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ। তথ্য মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটায়। সংগৃহীত উপাত্তের উপর প্রয়োজন মাফিক বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ, বিন্যস্তকরণ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুশৃঙ্খল ফলাফলকে তথ্য বলা হয়। সাধারণভাবে তথ্য বলতে এমন কোনো ধারণাকে বোঝায় যা যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ, সীমা, উপাত্ত, রূপ, নির্দেশনা, মানসিক উদ্দীপনা, জ্ঞান, অর্থ, প্যাটার্ন, অনুধাবন ও প্রকাশ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত।

Informatics এমন একটি কৌশল যেখানে ফলিত গণিত, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিজ্ঞান ব্যবহার করে তথ্যকে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সহজভাবে বলা যায়, Informatics is the science that is concerned with gathering, manipulating, storing, retrieving and classifying of recorded information। এক কথায়, তথ্য ব্যবস্থাপনা হলো তথ্যের বিজ্ঞান। তবে এ নীতিমালায় পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনাই "তথ্য ব্যবস্থাপনা" নামে অভিহিত হবে।

৪। **পরিচালন নীতিমালা (Guiding Principles) :**

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ অন্যান্য সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী সংস্থাসমূহের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে যে তথ্য সৃজিত হবে, তা যেন—

(ক) সঠিক, সময়ানুগ/সময়াবদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুলভাবে প্রণয়ন করা হয়;

(খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রণীত তথ্য নিরাপদে ও গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করা হয়;

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট ব্যবহার-বান্ধব হয়;

(ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হয়;

(ঙ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে;

(চ) পর্যায়ক্রমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ (Knowledge based society) গঠনে সহায়ক হয়;

(ছ) ভবিষ্যতে Big data initiative-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে;

(জ) জিও কোড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ নিশ্চিত হয়;

(ঝ) দেশে জিআইএস ব্যাপক প্রসার ও কার্যকরভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি জিআইএস প্লাটফরম সৃজন করা;

(ঞ) জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS)-এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে;

(ট) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর বিধি/বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;

(ঠ) সরকারি/বেসরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে;

(ড) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়;

(ঢ) সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে interoperability, interconnectivity and synchronization-এর ব্যবস্থা সৃষ্টি করে; যা অত্যুত্তম ও অতি দ্রুত তথ্যের support সকল অংশীজনের (Stakeholder) মধ্যে সহজলভ্য করে;

(ণ) সরকারি উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ/প্রণয়ন এবং এক্ষেত্রে তথ্য ভান্ডার থেকে তথ্য প্রদানের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

৫। **রূপকল্প (Vision) :**

সবার জন্য সঠিক তথ্য।

৬। **অভিলক্ষ (Mission) :**

(ক) আধুনিক ও উদ্ভাবনী (Innovative) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, ধারণ, বিতরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা;

(খ) তথ্য ব্যবহারকারী যেমনঃ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি সংস্থা, গবেষক, শিক্ষাবিদ তথা জনগণের কাছে তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা;

(গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ই-গভর্নেন্স (e-Governance), ই-শিক্ষা (e-Learning/ e-Education), ই-লাইব্রেরি (e-Library), ই-অবকাঠামো (e-Infrastructure), ই-স্বাস্থ্য (e-Health), ই-বাণিজ্য (e-Commerce), ই-কৃষি (e-Agriculture) এবং মোবাইল এ্যাপস (Mobile Apps) ইত্যাদির মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রমের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথ্য বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে যুক্ত করা;

(ঘ) সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানগত তথ্য সরবরাহের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা;

(ঙ) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন) পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা।

৭। **উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)**

(ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীজনদের (Stakeholders) সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তার জন্য পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করা;

(গ) পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিবেচনায় নিয়ে এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা;

(ঘ) বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং নারীদেরকে অবাধে সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া;

(ঙ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও সম্মান সমুন্নত রেখে সকল তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা;

(চ) সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ;

(ছ) ডাটা আর্কাইভ সুবিধাসহ ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি বিভাগীয় শহরে/জেলায় ডাটা আর্কাইভ স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

(জ) জিআইএস প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঝ) দেশের আর্থ-সামাজিক, কৃষি, জনমিতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়োপযোগী সূচক নিরূপণ নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য অংশীজনকে সরবরাহ করা;

(ঞ) জনমিতি, অর্থনৈতিক, কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শুমারির তথ্যকে জরিপের ফ্রেম হিসাবে ব্যবহার করা;

(ট) কৃষি ও গ্রামীণ পরিসংখ্যান কৌশলপত্র (SPARS) এর বাস্তবায়ন করা;

(ঠ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাজ করা;

(ড) গবেষণামূলক কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করা;

(ঢ) দুর্যোগ ও পরিবেশগত পরিসংখ্যান বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল (Impact) বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ণ) সকল সরকারি পরিসংখ্যান জনগণের নিকট সহজলভ্য ও উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে Open Gvernment Data (OGD) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৮। **মৌলিক কৌশলসমূহ (Fundamental Strategies)**

(ক) পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সকল অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ;

(খ) নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রণয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;

(গ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন এবং উন্নয়ন;

(ঙ) পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ও অন্যান্য সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ছ) দেশের তথ্যসেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার সাথে একটি Common platform স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য অংশীজনদের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারসহ নিউজ লেটার, ভিডিও, ব্রোশিউর, ওয়েব লাইভ, ক্লিপ ইত্যাদি প্রস্তুত এবং টক-শো আয়োজন করা;

৯। প্রত্যাশিত মৌলিক অর্জনসমূহ (Expected outcome)

(ক) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর বাস্তবায়ন

পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রম গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ ও সংশ্লিষ্ট বিধি/বিধান বাস্তবায়নে জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সহায়ক ভূমিক পালন করবে। এই নীতিমালা সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুসারে দ্রুততার সাথে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে।

(খ) জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নে নতুন কৌশলপত্র প্রণয়ন

জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য NSDS এর অনুরূপ জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics and Informatics (NSDSI) প্রণয়ন করতে হবে।

(গ) অধঃস্তন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

জাতীয় তথ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারবান্ধব বিতরণ নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে **National Population Register (NPR)** সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও আগামী প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যের যোগান দেয়ার জন্য এখনই পর্যাপ্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এতদুদ্দেশ্যে

ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে অধঃস্তন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিসংখ্যানও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য ও পরিপূরক হিসেবে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানরূপে একটি অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো উন্নয়ত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পরিসংখ্যান প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃজন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

(ঘ) **তথ্য অর্জন/সংগ্রহ (Accumulation)**

(১) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে ও পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এবং পরিসংখ্যান বিধিমালায় অনুসৃত পদ্ধতি অফিসিয়াল পরিসংখ্যান প্রসূত তথ্য সংগ্রহ ও প্রদর্শন করা;

(২) জনশুমারি, কৃষি শুমারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের পরিসংখ্যান প্রসূত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা।

(ঙ) তথ্য সংরক্ষণ (Preservation)

তথ্য সংরক্ষণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক সরকারি পরিসংখ্যান ও নাগরিক তথ্য উপাত্ত ন্যাশনাল স্টাটিসটিক্যাল ডাটা ওয়্যারহাউস (NSDWH) স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিসংখ্যান প্রসূত সকল তথ্য আন্তর্জাতিক মানসম্মতভাবে ন্যাশনাল স্টাটিসটিক্যাল ডাটা ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী সকল সংস্থা তাদের তথ্য উপাত্ত বিনিময়ের জন্য ন্যাশনাল স্টাটিসটিক্যাল ডাটা ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে একই প্ল্যাটফর্মে কাজ করবে। ফলে সরকারি তথ্য উপাত্তের চলাচল ও ব্যবহার সহজ হবে এবং সরকারি তথ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে। জাতীয় পরিসংখ্যান তথ্য ভান্ডার প্রত্যাশী অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণে interoperability system সৃষ্টিতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

(চ) তথ্য নিরাপত্তা (Security)

এই নীতিমালা তথ্যের মালিকানা সম্পর্কিত ও তথ্যের সংরক্ষণ সিস্টেমের নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পিউটারইজড নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তাসহ তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ইনস্টলেশন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংগৃহীত তথ্যের আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সাধারণ গাইডলাইন তৈরি করা হবে। এছাড়া বিশেষ ধরনের তথ্যের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসরণ করে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে কোন সেবা বা তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করতে হবে। পেশাজীবী হ্যাকার ও সমাজ বিরোধীদের অপরাধ দমনের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

(ছ) তথ্য গোপনীয়তা (Confidentiality)

যে কোন প্রকার তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; The Official Secrets Act, 1923-এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

(জ) তথ্য বিতরণ (Dissemination)

(১) গ্রহণযোগ্যতাঃ

যে কোন সরকারি তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে ব্যক্তিগত কিংবা নাগরিকতথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণপূর্বক তার যথার্থতা, স্বচ্ছতা, সহজলভ্যতা ও সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা এসব বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা, ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই এবং প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করে তথ্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রঃ

বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে আইনের বিধি-বিধান পরিপালন ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত বা নাগরিক গোপনীয় তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার বা বিতরণ করা যাবে না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিকের সন্তোষজনক চাহিদার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য বিতরণ করা প্রয়োজন হবে সে সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনে শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত উপাত্ত হস্তান্তর করা কিংবা তা ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করা যাবে।

(৩) আইনের প্রতি আনুগত্যঃ

প্রতিটি ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত বিধি-বিধান অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(ঝ) পরিসংখ্যানগত তথ্যের অভিন্ন মান (Standardization)

ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক পরিসরে দেশের মৌলিক পরিসংখ্যানগত তথ্য উপাত্তের মান উন্নয়নের জন্য সমন্বিত এবং মানসম্মত তথ্য/উপাত্তের প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে তথ্যের অভিন্ন মান উন্নয়ন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে Very Large-Scale Integration (VLSI) এর মাধ্যমে বিশাল আকৃতির ডাটাবেইজ ও এপ্লিকেশন তৈরি হবে। তাই সরকারিভাবে মৌলিক তথ্য উপাত্তের অভিন্ন মান বজায় রাখা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির কৌশলগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে তথ্যের পূর্বাপর সূত্র, আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃক্রিয়াশীল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বেশিরভাগ সময়ে এডহক পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে নাগরিকের নাম, লিঙ্গ, বয়স, ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ধরনের পরিসংখ্যানগত তথ্য সরকারি একাধিক সংস্থা ব্যবহার করে থাকে। তাই সকল পর্যায়ে তথ্যের অভিন্ন মান নিশ্চিত করতে হবে যাতে পরিসংখ্যানগত তথ্যের অবাধ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

ঞ। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন (Coordination)

বর্তমান বিশ্বের তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে মোবাইল কমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেটভিত্তিক কমিউনিকেশন উল্লেখযোগ্য। এসব পদ্ধতি দ্বারা এম-সার্ভিস এবং ই-সার্ভিসের মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত তথ্যের আদান-প্রদান ও তথ্যের সঞ্চালন হয়ে থাকে। এসব পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যের নিরাপত্তা, তথ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০। পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ততা (Limitations)

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেঃ—

(ক) এই নীতিমালায় প্রণীত নীতিসমূহ অনুসরণে ব্যর্থতা;

(খ) জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অবমাননা বা ব্যঙ্গ কিংবা বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অখণ্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন প্রবণতা;

(গ) বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতি, শ্রেণি বা লিঙ্গ বিদ্বেষ অথবা কোন ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ, অবমাননা বা আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি;

(ঘ) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রদান;

(ঙ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক বা সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস;

(চ) ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গে প্রলুব্ধ করে;

(ছ) সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোন বাহিনীসহ সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ বা অবমাননা, অপরাধ নিবারণ ও নির্ণয়ে অথবা অপরাধীদের দণ্ড বিধানে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের হাস্যস্পদ করে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে;

(জ) কোন বিদেশি রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের তথ্য যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোন বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে কিংবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরনের প্রচারণা যার ফলে সেই রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হতে পারে;

১১। জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বাস্তবায়ন (Implementation)

(ক) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে;

(খ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি হবেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব, অংশীজন প্রতিনিধি, এনজিও এবং এ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কমিটি গঠিত হবে;

(ঘ) এ কমিটি জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণসহ পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর আলোকে প্রণীত বিধি-বিধান ও **NSDS** এ বর্ণিত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের বিষয়ে সমন্বয় সাধন করবে;

(ঙ) কমিটি সময় সময় বৈঠক করে নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে এবং এর যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে;

(চ) সময়ের প্রয়োজনে নীতিমালাটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের উদ্দেশ্যে পুন:মূল্যায়ন করা যাবে।

কে এম মোজাম্মেল হক
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd